গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

দিলীপ কুমার সরকার

প্রতিবেদন প্রণয়নে

নেসার আমিন

সহযোগিতায়

শামীমা আক্তার মুক্তা

সাইফুল সারওয়ার

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৮

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়: হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: +৮৮০২-৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯১৪ ৬১৯৫; **ই-মেইল:** shujan.info@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org; **ফেসবুক:** facebook.com/shujan.bd

সূচিপত্র

- **প্রারম্ভিক কথা**

- **গাজীপুর সিটি করপোরেশন পরিচিতি**
  - ইতিহাস ও পরিচিতি
  - গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৩

- **গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮: নির্বাচন পূর্ব চিত্র**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - একনজরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ
  - ২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী
  - মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা
  - একনজরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮

- **নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য:**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

- **নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য:**
  - নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

- **নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ**
  - মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)

- **নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া**
  - পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন
  - রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন
  - 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর মূল্যায়ন

- **নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ**

- **শেষকথা**

প্রারম্ভিক কথা

সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের মহানগরগুলোর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একক। বাংলাদেশে নবঘোষিত ময়মনসিংহ-সহ সর্বমোট ১২টি সিটি করপোরেশন রয়েছে, এরমধ্যে গাজীপুর সিটি করপোরেশন অন্যতম। গত ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন। এর আগে ২০১৩ সালে গাজীপুর সিটি করপোরেশন গঠিত হয়। এরপর ৬ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন।

নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় সব নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেও 'সুজন' বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পরিচালিত 'স্ট্রেনদেনিং পলিটিকাল ল্যান্ডস্ক্যাপ' প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হয়।

বর্তমান প্রতিবেদনে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী, নির্বাচনের সার্বিক একটি মূল্যায়ন এবং নির্বাচনকে ঘিরে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্য হলো আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা, যাতে পাঠক, লেখক ও গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে বর্তমান প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনঃ ইতিহাস ও পরিচিতি

গাজীপুর সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের গাজীপুর জেলায় অবস্থিত স্থানীয় সরকার সংস্থা। এটি বাংলাদেশের একটি পৌর প্রশাসন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সিটি করপোরেশন। গাজীপুর ও টঙ্গী পৌরসভার ৩২৯ দশমিক ৫৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত এ সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দেশের ১১তম সিটি করপোরেশন।

ইতিহাস ও আত্মপ্রকাশঃ

রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে অবস্থিত গাজীপুর জেলাকে ২০১০ সালের ১৬ মার্চ বিশেষ শ্রেণির জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৪ সালে ৩২ দশমিক ৩৬ কিলোমিটার আয়তনের টঙ্গী পৌরসভা গঠন করা হয়। অপরদিকে ১৯৮৬ সালে গঠিত গাজীপুর পৌরসভার আয়তন ছিল ৪৮ দশমিক ৫০ বর্গ কিলোমিটার। এই দুই পৌরসভা এবং গাজীপুর ক্যান্টনমেন্টের ১,৮৮৮ দশমিক ৩৮ একর এলাকা নিয়ে ২০১৩ সালের ১৬ জুলাই গাজীপুর সিটি করপোরেশন গঠন করা হয়। ৫৭টি সাধারণ ও ১৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড নিয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশন গঠিত। মোট ভোটার সংখ্যা (২০১৮) ১১ লাখ ৬৪ হাজার ৪২৫ জন।

প্রশাসনিক এলাকাঃ

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের উত্তরে গাজীপুর সদর উপজেলার মিজুপুর ইউনিয়ন, দক্ষিণে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও সাভার উপজেলার ইয়ারপুর ইউনিয়ন, পূর্বে গাজীপুর সদর উপজেলার বাড়িয়া ইউনিয়ন, কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরি ইউনিয়ন ও শ্রীপুর উপজেলার প্রহল্বাদপুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ও মধ্যপাড়া ইউনিয়ন এবং সাভার উপজেলার শিমুলিয়া ও দামসোনা ইউনিয়ন অবস্থিত।

নির্বাচনঃ

২০১৩ সালে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি সমর্থিত সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। সর্বশেষ ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মেয়র পদে নির্বাচিত হন।

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৩

৬ জুলাই ২০১৩ তারিখে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৪৪৯ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ১২৮ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৫৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৪৪৪ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত অ্যাডভোকেট মো. আজমত উল্লা খান পান ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮৬৭ ভোট।

নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ২৬ হাজার ৯৬৪। তার মধ্যে নারী ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ২৭ হাজার ৭৮৩ জন। এ নির্বাচনে মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ৩৮৪টি। নির্বাচনে মোট ভোট পড়ে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৯৪টি (৬৩.৬৯%)। মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৪৮টি, আর বাতিল ভোটের সংখ্যা ১৮ হাজার ৪৬টি।

একনজরে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৩

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)
১.	অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	৩,৬৫,৪৪৪
২.	অ্যাডভোকেট মো. আজমত উল্লা খান	২,৫৮,৮৬৭
৩.	আমান উল্লাহ্	১,২৫৫
৪.	ডা. নাজিম উদ্দিন আহমেদ	৪,৬৪০
৫.	মো. জাহাঙ্গীর আলম	৩,১১৯
৬.	মো. মেজবাহ উদ্দিন সরকার	১,৬৭৭
৭.	রিনা সুলতানা	১,০৪৬

তথ্যসূত্রঃ ১. প্রথম আলো, ৮ জানুয়ারি ২০১৩; ২. কালেরকণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১৫; ৩. www.gazipur.gov.bd; ৪. যুগান্তর, ৬ জুলাই, ২০১৩; ৫. www.gazipurcity.com; ৬. ইত্তেফাক, ৮ জানুয়ারি ২০১৩।

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচন পূর্ব চিত্র

নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র

২৬ জুন ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮। তবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১৫ মে ২০১৮, একই দিনে গাজীপুর ও খুলনা সিটির নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও সীমানা জটিলতা বিষয়ে একটি রিটের কারণে উচ্চ আদালত ০৬ মে ২০১৮, গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে দুই মেয়র প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হয় এবং আদালতের নির্দেশনার আলোকে ভোটের নতুন তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬ জুন ২০১৮।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২ এপ্রিল ২০১৮। এছাড়াও ১৫ ও ১৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ২৩ এপ্রিলের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং ২৪ এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দের তারিখ নির্ধারিত ছিল।

প্রার্থী সংখ্যা: গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদের জন্য ১০ জন, ৫৭টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য ২৯৪ জন এবং ১৯টি সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ৮৭ জন; অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ৩৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে যথাক্রমে ৭, ২৫৪ ও ৮৪ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থী চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। উল্লেখ্য, গাজীপুর সিটি করপোরেশনে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৪ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২ জন নারী (৫৩নং ওয়ার্ডে সৈয়দা রিফাত সুলতানা এবং ৫৭নং ওয়ার্ডে জিন্নাত সুলতানা) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মেয়র প্রার্থী: নির্বাচনে মেয়র পদে সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির মো. হাসান উদ্দিন সরকার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মো. জালাল উদ্দীন, ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা মো. ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কাজী রুহুল আমিন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ আহমদ।

ভোটার ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য: গাজীপুর সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার ১১ লাখ ৬৪ হাজার ৪২৫ জন। পুরুষ ভোটার ৫লাখ ৯১ হাজার ৬৯৮, নারী ৫ লাখ ৭২ হাজার ৭২৭ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ৪২৫টি। ভোটকক্ষ ২,৭৬১টি। ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা ৮ হাজার ৭০৮ জন। ৪২৫টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ছয়টি কেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট নেওয়া হয়। কেন্দ্রগুলো হলো চাপুলিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ভোটার সংখ্যা: ২,৪৮০ জন), চাপুলিয়া মফিজউদ্দিন খান উচ্চ বিদ্যালয় (ভোটার সংখ্যা: ২,৫৫২ জন), পশ্চিম জয়দেবপুরের মারিয়ালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র-১ (ভোটার সংখ্যা: ২,৫৬২ জন), মারিয়ালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র-২ (ভোটার সংখ্যা: ২,৮২৭ জন), রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র-১ (ভোটার সংখ্যা: ১,৯২৭ জন) ও রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র-২ (ভোটার সংখ্যা: ২,০৭৭ জন)।

নিরাপত্তা: গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার সদস্য কাজ করেন। এর মধ্যে ১০ হাজার ২৪৪ জন ভোট কেন্দ্রের পাহারায় ছিলেন। ঝুঁকিপূর্ণ ৩৩৭টি ভোট কেন্দ্রে ২৪ জন করে ৮ হাজার ৮৮ জন এবং সাধারণ ৮৮টি কেন্দ্রে ২২ জন করে ১ হাজার ৯৩৬ জন নিয়োজিত ছিলেন। এর বাইরে পুলিশ, এপিবিএন ও আনসারের সমন্বয়ে গঠিত ৫৭টি মোবাইল ফোর্সে ৪৫৬ জন এবং ২০টি স্ট্রাইকিং ফোর্সে প্রায় ২০০ জন সদস্য মাঠে ছিলেন। এছাড়া র‍্যাবের ৫৮টি টিম ও বিজিবির ২৯ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ২৫ জুন ২০১৮; ২. যুগান্তর, ২৫ জুন ২০১৮

একনজরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮	
নির্বাচনের তারিখ	২৬ জুন ২০১৮
মোট প্রার্থীর সংখ্যা	৩৪৫ জন
মেয়র পদে প্রার্থীর সংখ্যা	৭ জন
কাউন্সিলর পদে প্রার্থীর সংখ্যা	২৯৪ জন
সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	৮৭ জন
ওয়ার্ড সংখ্যা	৫৭টি
ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	৪২৫টি
ভোটার সংখ্যা	পুরুষ: ৫,৯১,৬৯৮ নারী: ৫,৭২,৭২৭ মোট: ১১,৬৪,৪২৫
ভোটকক্ষ	২,৭৬১টি
ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা	৮,৭০৮ জন
মোট প্রদত্ত ভোট	৬,৪৮,৭৪৮টি
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	৫৭.০২
বিজয়ী প্রার্থীর নাম	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ১০ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৯৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৭ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৭ জন, এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৫৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৪জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। নির্বাচনের পূর্বে 'সুজন'-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তথ্যের বিশ্লেষণগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পেয়েছেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

নিম্নে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৫ ৭১.৪৩%	০ ০%	৭ ১০০%	
ওয়ার্ড কাউন্সিলর	১১২ ৪৪.০৯%	৪০ ১৫.৭৪%	৩৪ ১৩.৩৮%	৩৯ ১৫.৩৫%	২১ ৮.২৬%	৮ ৩.১৪%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৪৯ ৫৮.৩৩%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৭ ৮.৩৩%	১ ১.১৯%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**১৬১** **৪৬.৬৬%**	**৪৯** **১৪.২০%**	**৪৩** **১২.৪৬%**	**৫০** **১৪.৪৯%**	**৩৩** **৯.৫৬%**	**৯** **২.৬০%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (৭১.৪৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (এমএ; এলএলবি), স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ আহমদ (এমএ), বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট-এর প্রার্থী মো. জালাল উদ্দিন (এমএসএস), ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী ফজলুর রহমান (দাওরায়ে হাদিস) এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. নাসির উদ্দিন (তাকমিল)। স্নাতক ডিগ্রিধারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকার এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কাজী মো. রুহুল আমিন।

- মোট ৫৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১১২ জনের (৪৪.০৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৪০ জনের (১৫.৭৪%) এসএসসি এবং ৩৪ (১৩.৩৮%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯ (১৫.৩৫%) ও ২১ জন (৮.২৬%)। ৮ জন (৩.১৪%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- মোট ১৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৮৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ৪৯ জন (৫৮.৩৩%)। ৯ জনের (১০.৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৯ জনের (১০.৭১%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯ জন (১০.৭১%) ও ৭ জন (৮.৩৩%)। ১ জন (১.১৯%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১০ জন বা ৬০.৮৬%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৮৩ জন (২৪.০৫%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪৬.৬৬% (১৬১ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ৯ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৪৯.২৭% (১৭০ জন)। মেয়র প্রার্থীদের সিংহভাগ উচ্চ শিক্ষিত হলেও মোট প্রার্থীর প্রায় অর্ধেকই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৩ ৪২.৮৬%	৩ ৪২.৮৬%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	২২ ৮.৬৬%	১৯৩ ৭৫.৯৮%	৫ ১.৯৬%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১২ ৪.৭২%	১৯ ৭.৪৮%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১ ১.২৯%	২৩ ২৭.৩৮%	৬ ৭.১৪%	৫ ৫.৯৫%	৩৯ ৪৬.৪২%	৩ ৩.৫৭%	৭ ৮.৩৩%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**২৩** **৬.৬৬%**	**২১৯** **৬৩.৪৭%**	**১৪** **৪.০৫%**	**৮** **২.৩১%**	**৪০** **১১.৫৯%**	**১৫** **৪.৩৪%**	**২৭** **৭.৮২%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৪২.৮৬%) ব্যবসায়ী, ৩ জন (৪২.৮৬%) চাকরিজীবী এবং ১ জন আইনজীবী। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৩ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকার এবং ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী ফজলুর রহমান। চাকরিজীবী ৩ প্রার্থী হচ্ছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কাজী মো. রুহুল আমিন, স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ আহমদ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মো. নাসির উদ্দিন। আইন পেশায় যুক্ত আছেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মো. জালাল উদ্দিন।
- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৫.৯৮% (১৯৩ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২২ জন (৮.৬৬%) করে। আইনজীবী রয়েছেন ২ জন (০.৭৮%)। তারা হচ্ছেন ২৮নং ওয়ার্ডের মো. জাকির হোসেন ও ৪৮নং ওয়ার্ডের মো. সাইফুল ইসলাম মোল্লা। ১৯ জন (৭.৪৮%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশই (৩৯ জন বা ৪৬.৪২%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ৭ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ (৫৪.৭৬%)। ২৩ জন (২৭.৩৮%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে আইনজীবী রয়েছেন ৫ জন (৫.৯৫%)। তারা হচ্ছেন ৮নং ওয়ার্ডের আঞ্জুমানারা ও নাছরিন আক্তার, ৯নং ওয়ার্ডের শাহানাজ আক্তার, ১০নং ওয়ার্ডের মোসা. আয়েশা আক্তার এবং ১৮নং ওয়ার্ডের শাহীন আক্তার মুক্তা।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৬৩.৪৭% ভাগই (২১৯ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ২৭ জন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৯৩ ৩৬.৬১%	৩৮ ১৪.৯৬%	৭ ২.৭৫%	৬ ২.৩৬%	২২ ৮.৬৬%	১ ০.৩৯%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৫.৯৫%	২ ২.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**১০০** **২৮.৯৮%**	**৪৩** **১২.৪৬%**	**৭** **২.০২%**	**৬** **১.৭৩%**	**২৪** **৬.৯৫%**	**১** **০.২৮%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৪২.৮৫%)। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কাজী মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী জনাব হাসান উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অতীতে ২টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই। অন্যান্য মেয়র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও কখনও ছিল না।

- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৯৩ জনের (৩৬.৬১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৮ জনের (১৪.৯৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২২ জনের (৮.৬৬%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (২.৭৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৬ জনের (২.৩৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১ জনের বিরুদ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল। যে ৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ২নং ওয়ার্ডের মো. নূরুল ইসলাম, ৭নং ওয়ার্ডের সেলিম রেজা, ১৩নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ শাহীন আলম, ২৭নং ওয়ার্ডের মো. মনির হোসেন, ৩০নং ওয়ার্ডের মো. আনোয়ার হোসেন, ৩২নং ওয়ার্ডের মো. আতাউর রহমান এবং ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন। অতীতে ৩০২ ধারার মামলাভুক্ত ৬ জন প্রার্থী হচ্ছেন ৩নং ওয়ার্ডের মো. সাইজ উদ্দিন মোল্লা, ২৪নং ওয়ার্ডের মো. আমজাদ নেওয়াজ, ৩৩নং ওয়ার্ডের আলহাজ্ব মো. মিজানুর রহমান, ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৩৬নং ওয়ার্ডের মো. আলমগীর হোসেন এবং ৪৯নং ওয়ার্ডের মো. মোবারক হোসেন মিলন। উল্লেখ্য, ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে অতীতেও ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।
- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (৫.৯৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ২ জনের (২.৩৮%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। বর্তমানে মামলা রয়েছে এমন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন– ১নং ওয়ার্ডের সুমি ইসলাম ও মনোয়ারা, ৩নং ওয়ার্ডের মিসেস শিরীন চাকলাদার, ৫নং ওয়ার্ডের জুলেখা এবং ১২নং ওয়ার্ডের মো. রীনা আক্তার। অতীতে মামলা ছিল এমন কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৯নং ওয়ার্ডের মোছা. ছাবিহা বেগম ও ১৩নং ওয়ার্ডের মোসা. শিরিন আক্তার।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০০ জনের (২৮.৯৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৩ জনের (১২.৪৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২৪ জনের (৬.৯৫%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (২.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৬ জনের বিরুদ্ধে (১.৭৩%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.২৮%) বিরুদ্ধে। এরা সকলেই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিল প্রার্থী।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩৭ ১৪.৫৬%	১৫২ ৫৯.৫৪%	৪৩ ১৬.৯২%	২ ০.৭৮%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১৭ ৬.৬৯%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৭ ২০.২৩%	৩৯ ৪৬.৪২%	৪ ৪.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৪ ২৮.৫৭%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**৫৪ ১৫.৬৫%**	**১৯৩ ৫৫.৯৪%**	**৫০ ১৪.৪৯%**	**২ ০.৫৭%**	**২ ০.৫৭%**	**২ ০.৫৭%**	**৪২ ১২.১৭%**	**৩৪৫ ১০০%**	

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (২৮.৫৭%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ৩ জনের (৪২.৮৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় দুই কোটি টাকার অধিক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ২,১৬,৩৮,০০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকারের। তিনি বছরে ১৭,৮৯,৫২৪ টাকা আয় করেন।

- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৮৯ জনই (৭৪.৪০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৪৫ জন (১৭.৭১%), ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ২ জন (০.৭৮%) এবং এক

কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (০.৩৯%) প্রার্থী। বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থী হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ। তিনি বছরে ১,৫২,৬২,৯৬১ টাকা আয় করেন। ১৭ জন (৬.৬৯%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- সংরক্ষিত আসনের ৮৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৬ জনের (৬৬.৬৬%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নিচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৪ জন (৪.৭৬%)। ২৪ জন (২৮.৫৭%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪৭ জনের (৭১.৫৯%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৪২ জনকে (১২.১৭%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮৩.৭৬% (২৮৯ জন)। বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সিংহভাগই স্বল্প আয়ের।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৫৬ ৬১.৪১%	৪৯ ১৯.২৯%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	৩ ১.১৮%	০ ০%	৩১ ১২.২০%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫৯ ৭০.২৩%	১৪ ১৬.৬৬%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১১.৯০%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**২১৬** **৬২.৬০%**	**৬৬** **১৯.১৩%**	**১৩** **৩.৭৬%**	**৩** **০.৮৬%**	**৪** **১.১৫%**	**১** **০.২৮%**	**৪২** **১২.১৭%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ৩ জনের (৪২.৮৬%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের। তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৮,৮৮,২৬,৭৩৬ টাকা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকারের মোট সম্পদের পরিমাণ ২,৩৪,৭৮,২৪৯ টাকা।
- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১৫৬ জন অথবা ৬১.৪১%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৬১ জনের (২৪.০১%) এবং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৩ জনের (১.১৮%)। ৩ জন (১.১৮%) কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ কোটি টাকার অধিক; তাঁরা হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (সম্পদের পরিমাণ: ১৮,২৬,৫৭,৬৪৯ টাকা), ৫৭নং ওয়ার্ডের মো. গিয়াস উদ্দিন সরকার (সম্পদের পরিমাণ: ১৮,১০,৫১,৭৬৫ টাকা) এবং ৪৪নং ওয়ার্ডের মো. মাজহারুল ইসলাম (সম্পদের পরিমাণ: ১,৩৮,৫৫,২০৯ টাকা)। ৩১ জন (১২.২০%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৯ জনের (৭০.২৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ১৫ জন (১৭.৮৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ১০ জন (১১.৯০%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১৬ জনই (৬২.৬০%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৪২ জন প্রার্থী-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৮ জন (৭৪.৭৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৫ জন (১.৪৪%)।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	১ ১৪.২৮%
কাউন্সিলর	৫ ১.৯৬%	১১ ৪.৩৩%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	১০ ৩.৯৩%	০ ০%	২৫৪ ১০০%	৪১ ১৬.১৪%
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৩ ৩.৫৭%	০ ০%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	৪ ৪.৭৬%
সর্বমোট	**৫** **১.৪৪%**	**১৪** **৪.০৫%**	**১২** **৩.৪৭%**	**৪** **১.১৫%**	**১১** **৩.১৮%**	০ ০%	**৩৪৫** **১০০%**	**৪৬** **১৩.৩৩%**

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে। ঋণ গ্রহণকারী মেয়র প্রার্থী হলেন ইসলামী ঐক্যজোটের ফজলুর রহমান। তিনি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক থেকে ১,১৩,২৫,৭২৯ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।
- সাধারণ আসনের ২৫৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪১ জন (১৬.১৪%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৮৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪ জন (৪.৭৬%) ঋণগ্রহীতা। সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ৪৬ জন (১৩.৩৩%)।
- মোট ৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জনের (২৩.৯১%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন মেয়র প্রার্থী ছাড়াও ১০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
কাউন্সিলর	৪০ ১৫.৭৪%	৭ ২.৭৫%	৩১ ১২.২০%	৭ ২.৭৫%	১৩ ৫.১১%	১ ০.৩৯%	২ ০.৭৮%	২৫৪ ১০০%	১০১ ৩৯.৭৬%
মহিলা কাউন্সিলর	৮ ৯.৫২%	১ ১.১৯%	৫ ৫.৯৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	১৪ ১৬.৬৬%
সর্বমোট	**৪৯** **১৪.২০%**	**৮** **২.৩১%**	**৩৬** **১০.৪৩%**	**৯** **২.৬০%**	**১৩** **৩.৭৬%**	**১** **০.২৮**	**৩** **০.৮৬%**	**৩৪৫** **১০০%**	**১১৯** **৩৪.৪৯%**

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন ৪ জন। সর্বশেষ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৬৪,০০,৫৪০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮০,৫৬৪ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকার এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬৩,৩৪০ টাকা কর প্রদান করেছেন ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী ফজলুর রহমান। কর প্রদানকারী অপর প্রার্থী কাজী মো. রুহুল আমিন। তিনি সর্বশেষ অর্থবছরে ৫,০০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১০১ জন (৩৯.৭৬%) আয়কর প্রদানকারী। এই মধ্যে ১০১ জনের মধ্যে ৪০ জন (৩৯.৬০%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ১৬ জন (১৫.৮৪%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন।

৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (প্রদত্ত কর: ১৩,৭২,২৮৯ টাকা), ৪৬নং ওয়ার্ডের মো. নূরুল ইসলাম (প্রদত্ত কর: ১০,৯১,৮৯৪ টাকা) এবং ১৩নং ওয়ার্ডের খোরশেদ আলম সরকার (প্রদত্ত কর: ৮,৪৭,৫৮৮ টাকা)।

- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ১৪ জন (১৬.৬৬%) আয়কর প্রদানকারী। এদের মধ্যে ৮ জনই (৫৭.১৪%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১৯ জন (৩৪.৪৯%) কর প্রদানকারী। এই ১১৯ জনের মধ্যে ৪৯ জনই (৪১.১৭%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ১৭ জনের মধে ১৬ জনই (৯৪.১১%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যে সকল মেয়র প্রার্থী ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের আয়, সম্পদ, দায়-দেনা ও নিট সম্পদ ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বার্ষিক আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই দুই নির্বাচনকালে হলফনামায় প্রদত্ত তাঁর বার্ষিক আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,১৮,৫৯,৫০০	০	১,১৮,৫৯,৫০০	২,১৬,৩৮,০০০	০	২,১৬,৩৮,০০০	৯৭,৭৮,৫০০	৮২.৪৫%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের আয় ২০১৩ সালের তুলনায় ৯৭,৭৮,৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২.৪৫%।

সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তার সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,১৮,৯৪,৭৩৭	০	১,১৮,৯৪,৭৩৭	৮,৮৮,২৬,৭৩৬	০	৮,৮৮,২৬,৭৩৬	৭,৬৯,৩১,৯৯৯	৬৪৬.৭৭%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৭,৬৯,৩১,৯৯৯.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৬.৭৭%।

দায়-দেনার চিত্র:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর দায়-দেনার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৮৫,০০,০০০	০	৮৫,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০	০	৮,০০,০০,০০০	৭,১৫,০০,০০০	৮৪১.১৭%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের দায়-দেনার পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৭,১৫,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪১.১৭%।

নিট সম্পদের চিত্রঃ

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ	ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ		
১,১৮,৯৪,৭৩৭	৮৫,০০,০০০	৩৩,৯৪,৭৩৭	৮,৮৮,২৬,৭৩৬	৮,০০,০০,০০০	৮৮,২৬,৭৩৬	৫৪,৩১,৯৯৯	১৬০.০১%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের নিট সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৫৪,৩১,৯৯৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০.০১%।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে দুইজন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই দুইজন হলেন ৫৩নং ওয়ার্ডের সৈয়দা রিফাত সুলতানা ও ৫৭নং ওয়ার্ডের জিন্নাত সুলতানা। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৭ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ৮৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সবমিলিয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৮৬ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচনে সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে দুইজন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি।

মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণত প্রায় সব সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পূর্বেই মেয়র প্রার্থীরা নগরকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশা এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার জন্য নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। নিম্নে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম 'নগরের সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে থাকতে চাই' এই স্লোগান সামনে রেখে তার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ইশতেহারের শুরুতে বলেন, 'ভাওয়াল রাজার স্মৃতি বিজড়িত গাজীপুর সিটি করপোরেশনকে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত শিক্ষা ও সায়েন্স সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করবো।' এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আবাসিক জোন, কমিউনিটি কমপ্লেক্স, অর্থনৈতিক জোন ও শিল্প পার্ক স্থাপন এবং অন্যান্য আরও কিছু তাঁর সুনির্দিষ্ট কিছু অঙ্গীকার বা পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

মো. হাসান উদ্দিন সরকার:

বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকার ০৩ মে ২০১৮, এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা দেন। হাসান উদ্দিন সরকার ঘোষিত ১৯ দফা ইশতেহারে নগরায়নের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগরভবন নির্মাণ, দুর্নীতি দূরীকরণ ও স্বচ্ছতা, আবাসন ব্যবস্থা, নিরাপত্তা-সহ ১৯ দফা উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব নগর গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মো. রুহুল আমিন

৪ মে ২০১৮, এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত মেয়র প্রার্থী মো. রুহুল আমিন। তিনি তাঁর ইশতেহারে যানজট, জলজটমুক্ত করে একটি পরিকল্পিত নগর গড়া-সহ মোট নয় দফা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। নয় দফা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় তিনি নগরের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।

ইশতেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মো. রুহুল আমিন বলেন, 'যথার্থ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের অভাবে শহরটি যানজট, জলাবদ্ধতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অচল শহরে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বাস্তবায়নে সবার জন্য বাসযোগ্য, উন্নত ও মানবিক সিটি গড়তে আমি মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।' তিনি প্রতি বছর দু'বার জনগণের মুখোমুখি হয়ে জনতার মতামত নেয়ার কথা জানান। নির্বাচিত হলে সিটির প্রত্যেক অফিসে মানুষের কথা নামক সিলগালা বাক্স রাখার কথাও জানান তিনি, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে তাদের অভিযোগ ও কথা লিখে রাখতে পারবেন। প্রতিবছর নিজের এবং পরিবারের আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব প্রকাশ করবেন বলেও জানান (সিপিবি) মনোনীত মেয়র প্রার্থী মো. রুহুল আমিন।

মাওলানা ফজলুর রহমান

ইসলামী ঐক্যজোট মনোনীত প্রার্থী মাওলানা ফজলুর রহমান দশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে নগরীতে ন্যায় বিচার ও নাগরিক সেবা প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার মান-উন্নয়ন, সুপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, হোল্ডিং ট্যাক্স ও বাড়িভাড়া, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন এবং মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠন ও ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।

প্রসঙ্গত, গাজীপুর সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাকি তিনজন মেয়র পদপ্রার্থীর – মো. নাসির উদ্দিন, মো. জালাল উদ্দীন এবং ফরিদ আহমদ – নির্বাচনী ইশতেহার ইশতেহারগুলো সংগ্রহ করা যায়নি এবং গণমাধ্যমেও পাওয়া যায়নি।

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্যঃ

নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

'প্রথম আলো' ও 'বিবিসি বাংলা' ও 'সমকাল'-এর (২৭ ও ২৮ জুন ২০১৮) প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নে নির্বাচনের দিনের চিত্র তুলে ধরা হলো (প্রতিবেদনগুলো ইষৎ সংক্ষেপিত):

'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্রঃ

২৬ জুন ২০১৮ 'গাজীপুরের ভোট গ্রহণ শেষ' 'প্রথম আলো'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়: '...এই ভোটে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। কয়েকটি স্থানে ব্যালট ছিনতাইয়ের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে টানা ভোট গ্রহণ চলে। শেষ হয় বিকেল চারটায়।'

২৭ জুন ২০১৮, 'নিয়ম-অনিয়মের নির্বাচন' শীর্ষক *প্রথম আলো*র প্রধান শিরোনামে বলা হয়: 'গাজীপুর সিটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভালো-খারাপ সব রকম দৃশ্যই দেখা গেছে। ভোটারের কাছ থেকে ব্যালট নিয়ে সিল মারা, বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ব্যালট ছিনতাই, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকি ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, কেন্দ্রের ভেতরে-বাইরে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দাপটসহ সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল। আবার কিছু কিছু কেন্দ্রে ভালো ভোটের চিত্রও দেখা গেছে।'

একই দিন 'প্রথম আলো'তে জনাব সোহরাব হাসানের 'বাইরে সুনসান ভেতরে গড়বড়' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়: 'সকাল ৮টা ২ মিনিট। টঙ্গী বাজারের কাছে মন্নু টেক্সটাইল মিল উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দেখি, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ভোটারদের লম্বা লাইন। বেশির ভাগ লোকের বুকে নৌকার ব্যাজ। দু-একজনের কাছে কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রতীকও আছে। কিন্তু কাউকে ধানের শীষের ব্যাজ নিয়ে লাইনে দাঁড়াতে দেখলাম না। বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হলো। এত বড় লাইনেও একজন বিএনপি সমর্থক নেই! এরপর ব্যাজ পরেননি এমন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করলে তাঁরা জানান, নৌকার প্রতীক নিয়ে যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সবাই নৌকার লোক নন। অনেকে নৌকা কিংবা কাউন্সিলর প্রার্থীর ব্যাজ লাগিয়ে ধানের শীষে ভোট দিতে এসেছেন। তাঁর এ কথার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম আরেকটি কেন্দ্রে। সেখানে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী দাবি করলেন, অন্য প্রতীক নিয়ে ধানের শীষে কাজ করার জন্য তিনি একজনকে বের করে দিয়েছেন।

টঙ্গী ও গাজীপুরে যেসব কেন্দ্রে 'ভোট উৎসব' দেখেছি, চেহারা মোটামুটি অভিন্ন। কেন্দ্রের বাইরে নৌকার প্রতীক নিয়ে সবাই ঘোরাফেরা করছেন। ভেতরে সুনসান। কোনো হল্লাচিল্লা নেই। ভোটাররা ভোটও দিচ্ছেন। একজন তরুণ ভোটার বের হতে হতে বললেন, 'দুইটা সিল মাইরা আইলাম।' একজনের দুটো সিল মারা কিংবা এলাকার ভোটার না হওয়া সত্ত্বেও ভোট দেওয়া বন্ধ করতে পারেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, তাঁরাই ছিলেন অনুপস্থিত।'

২৮ জুন ২০১৮, 'খুলনার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে' শিরোনামে *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়: 'ভোটের দিন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুলনার চেয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগ। এজেন্টদের কেন্দ্রছাড়া করার ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে অভিনব কৌশল। আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের একটি অংশকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, মূলত বিএনপির মেয়র প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্রছাড়া করার পরই বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করার ঘটনাগুলো ঘটেছে। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একটা অংশের বড় ভূমিকা ছিল। খুলনার নির্বাচনে বিএনপিকে মাঠছাড়া করার জন্য পুলিশ যেভাবে বাসা-বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল, গাজীপুরের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। তবে তা খুলনার মতো তীব্র ছিল না। তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে শ'খানেক।'

প্রতিবেদনের মধ্যে 'যেভাবে এজেন্টরা উধাও' শীর্ষক সাব-শিরোনামে বলা হয়, 'ভোটের পরদিন বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজখবর করে এবং বিএনপির নেতা ও উধাও হয়ে যাওয়া এজেন্টদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কাউকে ভোটের আগের রাতে, ভোটের দিন ভোরে বাড়ি থেকে, সকালে কেন্দ্রের ভেতর ও বাইর থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ... তুলে নিয়ে গোপন স্থানে রেখে ভোট

শেষ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এমন ৪২ জন সম্পর্কে জানা গেছে, যাঁরা বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট বা কেন্দ্র কমিটির সদস্য ছিলেন।'

'তুলে নেওয়া ও ফেরার গল্প' শীর্ষক আরেক সাব-শিরোনামে বলা হয়, '৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের গাছা কলমেশ্বর আদর্শ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভেতর থেকে ভোটের দিন দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ধানের শীষের এজেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিছ খানকে তুলে নেন সাদাপোশাকের একদল ব্যক্তি। ... ইদ্রিছের ভাষ্য, সেখানে তাঁর আগে নিয়ে যাওয়া হয় ৩৬ জনকে। তিনি ৩৭ নম্বর। তারপর আরও ৫ জনকে সেখানে নেওয়া হয়। ওই কক্ষে মোট ৪২ জন ছিলেন বলে ইদ্রিছের দাবি।' এছাড়া *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে বলা হয়: ভোটের দিন সকালে ধানের শীষের একজন এজেন্টকে বাড়ি থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পরে বিকেল চারটার পর তিনিসহ নয়জনকে একটি গাড়িতে তুলে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার পরিষদ রোডে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ভোটের আগের দিন সন্ধ্যায় শহরের ধীরাশ্রম এলাকা থেকে ছয়জন এবং সামন্তপুর এলাকা থেকে আরও চারজনকে সাদা পোশাকের পুলিশ তুলে নিয়ে যায়, পরবর্তীতে তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে যে, তাঁরা ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

'বিবিসি বাংলা'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্রঃ

২৭ জুন ২০১৮, 'বিবিসির চোখে: কেমন হলো বাংলাদেশে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন' শিরোনামে 'বিবিসি বাংলা'র এক প্রতিবেদনে বিবিসির সাংবাদিক কাদির কল্লোল তাঁর নির্বাচনের দিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। প্রতিবেদনে তিনি গাজীপুর টঙ্গী এলাকার একাধিক ভোটার ও সাংবাদিকের সাথে আলাপচারিতা এবং কেন্দ্রগুলো সরেজমিন পরিদর্শনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাতে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ১. পরিদর্শিত ১০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে একটিতে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট-এর দেখা পাওয়া এবং ভয়ে সেই এজেন্ট-এর প্রার্থীর দলীয় ব্যাজ ব্যবহার না করা; ২. বেশিরভাগ কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের চোখে পড়ার মত সরব উপস্থিতি; ৩. নৌকার ব্যাজ পরে ধানের শীষে ভোট দেওয়া; ৪. বুথের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কক্ষে গিয়ে নৌকা মার্কা ও আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থীর পক্ষে সিল মারা; এবং ৫. প্রকাশ্যে নৌকা মার্কায় সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ভরা ইত্যাদি।

কাদির কল্লোল তাঁর প্রতিবেদন শেষ করেছেন একজন বেসরকারি হাইস্কুলের একজন শিক্ষকের সাথে আলাপচারিতা দিয়ে। তিনি লিখেছেন, ঐ শিক্ষক তাঁকে প্রশ্ন করেন, নির্বাচন কী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছে? তিনি শিক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার কী মনে হয়? শিক্ষক জবাব দেন, ''ধরপাকড়ের ভয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীরা মাঠে ছিল না। ভোটের দিনও তারা সংগঠিত এবং সক্রিয় ছিল না। ফলে নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী দিয়ে অংশ নিলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো না।''

'সমকালে'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্রঃ

'জাহাঙ্গীর গাজীপুরের নতুন নগরপিতা' শিরোনামে ২৭ জুন ২০১৮, 'সমকালে'র প্রধান শিরোনামে বলা হয়: '... গতকাল বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, জাল ভোট, কেন্দ্র দখলসহ নানা অনিয়মের অভিযোগের মধ্য দিয়ে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। ... দুপুরের পর কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে এ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে মনে করছেন রাজনীতি ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা। গতকাল দিনভর গাজীপুর সিটিতে *সমকালের* ১০ জন সাংবাদিক ৪২৫টি ভোটকেন্দ্রের অধিকাংশ ঘুরে দেখেন। তাদের তথ্য অনুযায়ী, আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা গাজীপুর সিটির অধিকাংশ কেন্দ্রেই ভোট ছিল শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছিল ভোটারের দীর্ঘ সারি। ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। নারী ভোটারের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনভর ভোটের মাঠে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সরব উপস্থিতি থাকলেও বিএনপি নেতাকর্মীদের খুব একটা দেখা যায়নি। নির্বাচনে বড় ধরনের কোনো গোলযোগ কিংবা সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি।'

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণ

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভোটাররা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন তা তুলে ধরা। নিশ্চয়ই ভোটাররা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র-সহ নব-নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী/প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৫ ৭১.৪৩%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৭ ২৯.৮২%	১১ ১৯.২৯%	১২ ২১.০৫%	১১ ১৯.২৯%	৫ ৮.৭৭%	১ ১.৭৫%	৫৭ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১১২ ৪৪.০৯%	৪০ ১৫.৭৪%	৩৪ ১৩.৩৮%	৩৯ ১৫.৩৫%	২১ ৮.২৬%	৮ ৩.১৪%	২৫৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৮ ৪২.১০%	৫ ২৬.৩১%	১ ৫.২৬%	৩ ১৫.৭৮%	২ ১০.৫২%	০ ০%	১৯ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪৯ ৫৮.৩৩%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৭ ৮.৩৩%	১ ১.১৯%	৮৪ ১০০%
মোট বিজয়ী	২৫ ৩২.৪৬%	১৬ ২০.৭৭%	১৩ ১৬.৮৮%	১৪ ১৮.১৮%	৮ ১০.৩৮%	১ ১.২৯%	৭৭ ১০০%
মোট প্রার্থী	১৬১ ৪৬.৬৬%	৪৯ ১৪.২০%	৪৩ ১২.৪৬%	৫০ ১৪.৪৯%	৩৩ ৯.৫৬%	৯ ২.৬০%	৩৪৫ ১০০%

- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএ; এলএলবি।

- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৭ জনের (২৯.৮২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ১১ জনের (১৯.২৯%) এসএসসি এবং ১২ জনের (২১.০৫%) জনের এইচএসসি, ১১ জনের (১৯.২৯%) স্নাতক এবং ৫ জনের (৮.৭৭%) স্নাতকোত্তর। শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করা নেই ১ জন (১.৭৫%) নব-নির্বাচিত কাউন্সিলরের।

- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (৪২.১০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৫ জনের (২৭.৩১%) এসএসসি, ১ জনের (৫.২৬%) এইচএসসি, ৩ জনের (১৫.৭৮%) স্নাতক এবং ২ জনের (১০.৫২%) স্নাতকোত্তর।

- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪১ জনেরই (৫৩.২৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ২২ জন (২৮.৫৭%)। ৭৭ জন নব-নির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৬ জন (৩৩.৭৬%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা একজনকেও এই ২৬ জনের মধ্যে ধরা হয়েছে।

- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২৪.০৫% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৮৩ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৮.৫৭% (৭৭ জনের মধ্যে ২২ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৪৬.৬৬% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১৬১ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩.৭৬% (৭৭ জনের মধ্যে ২৬ জন)।

- বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চশিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন কিছুটা বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অনেক কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী/প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৩ ৪২.৮৬%	৩ ৪২.৮৬%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ৭.০১%	৪৭ ৮২.৪৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৮.৭৭%	১ ১.৭৫%	৫৭ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	২২ ৮.৬৬%	১৯৩ ৭৫.৯৮%	৫ ১.৯৬%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১২ ৪.৭২%	১৯ ৭.৪৮%	২৫৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	৪ ২১.০৫%	২ ১০.৫২%	১ ৫.২৬%	৯ ৪৭.৩৬%	৩ ১৫.৭৮%	০ ০%	১৯ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১ ১.২৯%	২৩ ২৭.৩৮%	৬ ৭.১৪%	৫ ৫.৯৫%	৩৯ ৪৬.৪২%	৩ ৩.৫৭%	৭ ৮.৩৩%	৮৪ ১০০%
মোট বিজয়ী	৪ ৫.১৯%	৫২ ৬৭.৫৩%	২ ২.৫৯%	১ ১.২৯%	৯ ১১.৬৮%	৮ ১০.৩৮%	১ ১.২৯%	৭৭ ১০০%
মোট প্রার্থী	২৩ ৬.৬৬%	২১৯ ৬৩.৪৭%	১৪ ৪.০৫%	৮ ২.৩১%	৪০ ১১.৫৯%	১৫ ৪.৩৪%	২৭ ৭.৮২%	৩৪৫ ১০০%

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের পেশা ব্যবসা।
- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৭ জনই (৮২.৪৫%) ব্যবসায়ী।
- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জনই (৪৭.৩৬%) গৃহিণী। বাকি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন (২১.০৫%) ব্যবসায়ী এবং ১ জন (৫.২৬%) আইনজীবী। ১০ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কাউন্সিলর মোসা. আয়েশা আক্তার আইনজীবী।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫২ জনই (৬৭.৫৩%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৬৩.৪৭% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২১৯ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৭.৫৩% (৭৭ জনের মধ্যে ৫২ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট বিজয়ী/প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	২৫ ৪৩.৮৫%	১৬ ২৮.০৭%	২ ৩.৫০%	৪ ৭.০১%	৯ ১৫.৭৮%	১ ১.৭৫%	৫৭ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৯৩ ৩৬.৬১%	৩৮ ১৪.৯৬%	৭ ২.৭৫%	৬ ২.৩৬%	২২ ৮.৬৬%	১ ০.৩৯%	২৫৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৫.২৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৯ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫ ৫.৯৫%	২ ২.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%
মোট বিজয়ী	২৫ ৩২.৪৬%	১৮ ২৩.৩৭%	২ ২.৫৯%	৪ ৫.১৯%	৯ ১১.৬৮%	১ ১.২৯%	৭৭ ১০০%
মোট প্রার্থী	১০০ ২৮.৯৮%	৪৩ ১২.৪৬%	৭ ২.০২%	৬ ১.৭৩%	২৪ ৬.৯৫%	১ ০.২৮%	৩৪৫ ১০০%

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অতীতে ২টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই; যার মধ্যে একটি থেকে খালাস এবং অপরটি থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫ জনের (৪৩.৮৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১৬ জনের (২৮.০৭%) বিরুদ্ধে। ৯ জনের (১৫.৭৮%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ২ জনের (৩.৫০%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৪ জনের (৭.০১%)। ৩০২ ধারায় অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ১ জনের (১.৭৫%) বিরুদ্ধে। যে ২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ৩০নং ওয়ার্ডের মো. আনোয়ার হোসেন ও ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন। অতীতে ৩০২ ধারার মামলাভুক্ত ৪ জন প্রার্থী হচ্ছেন ৩নং ওয়ার্ডের মো. সাইজ উদ্দিন মোল্লা, ৩৩নং ওয়ার্ডের আলহাজ্ব মো. মিজানুর রহমান, ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ৩৬নং ওয়ার্ডের মো. আলমগীর হোসেন। উল্লেখ্য, ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে অতীতেও ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ১৩নং ওয়ার্ডের মোসা. শিরিন আক্তার।

- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৫ জনের (৩২.৪৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৮ জনের (২৩.৩৭%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৯ জনের (১১.৬৮%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ২ জনের (২.৫৯%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৪ জনের (৫.১৯%)। ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে ১ জনের (১.২৯%) বিরুদ্ধে।

- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২৮.৯৮% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১০০ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩২.৪৬% (৭৭ জনের মধ্যে ২৫ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ১২.৪৬% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৪৩ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২৩.৩৭% (৭৭ জনের মধ্যে ১৮জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৬.৯৫% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২৪ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১১.৬৮% (৭৭ জনের মধ্যে ৯ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২.০২% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৭ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.৫৯% (৭৭ জনের মধ্যে ২ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১.৭৩% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৬ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৫.১৯% (৭৭ জনের মধ্যে ৪ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল এমন ০.২৮% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছে ১.২৯% (৭৭ জনের মধ্যে ১ জন)।

- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী/প্রার্থী	মোট পদ
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৫ ৮.৭৭%	৩১ ৫৪.৩৮%	১৬ ২৮.০৭%	২ ৩.৫০%	০ ০%	১ ১.৭৫%	২ ৩.৫০%	৫৭ ১০০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৭ ১৪.৫৬%	১৫২ ৫৯.৫৪%	৪৩ ১৬.৯২%	২ ০.৭৮%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১৭ ৬.৬৯%	২৫৪ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৩ ১৫.৭৮%	৮ ৪২.১০%	১ ৫.২৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ৩৬.৮৪%	১৯ ১০০%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৭ ২০.২৩%	৩৯ ৪৬.৪২%	৪ ৪.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৪ ২৮.৫৭%	৮৪ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৮ ১০.৩৮%	৩৯ ৫০.৬৪%	১৭ ২২.০৭%	২ ২.৫৯%	০ ০%	২ ২.৫৯%	৯ ১১.৬৮%	৭৭ ১০০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	৫৪ ১৫.৬৫%	১৯৩ ৫৫.৯৪%	৫০ ১৪.৪৯%	২ ০.৫৭%	২ ০.৫৭%	২ ০.৫৭%	৪২ ১২.১৭%	৩৪৫ ১০০%	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বার্ষিক আয় ২,১৬,৩৮,০০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩৬ জন (৬৩.১৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ২ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৬৬.৬৬% (৩৮ জন)। বছরে কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন। বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী কাউন্সিলর হলেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ। তাঁর বার্ষিক আয় ১,৫২,৬২,৯৬১ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জন (৫৭.৮৯%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ৭ জনকে ধরলে এই হার দাঁড়ায় ৯৪.৭৩% (১৮ জন)।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৭ জনের (৬১.০১%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৯ জন-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬ জন (৭২.৭২%)। নব-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কোটি টাকার অধিক আয়কারী রয়েছেন ২ জন (২.৫৯%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৮৩.৭৬% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২৮৯ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭২.৭২% (৫৬ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক আয়কারী ২ জন (০.৫৭%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইজনই (২.৫৯%) নির্বাচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়ার হার শতভাগ।

- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী/প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৩৫ ৬১.৪০%	৯ ১৫.৭৮%	৪ ৭.০১%	০ ০%	৩ ৫.২৬%	০ ০%	৬ ১০.৫২%	৫৭ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৫৬ ৬১.৪১%	৪৯ ১৯.২৯%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	৩ ১.১৮%	০ ০%	৩১ ১২.২০%	২৫৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	১২ ৬৩.১৫%	৩ ১৫.৭৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ২১.০৫%	১৯ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫৯ ৭০.২৩%	১৪ ১৬.৬৬%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১১.৯০%	৮৪ ১০০%
মোট বিজয়ী	৪৭ ৬১.০১%	১২ ১৫.৫৪%	৪ ৫.১৯%	০ ০%	৩ ৩.৮৯%	১ ১.২৯%	১০ ১২.৯৮%	৭৭ ১০০%
মোট প্রার্থী	২১৬ ৬২.৬০%	৬৬ ১৯.১৩%	১৩ ৩.৭৬%	৩ ০.৮৬%	৪ ১.১৫%	১ ০.২৮%	৪২ ১২.১৭%	৩৪৫ ১০০%

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সম্পদের পরিমাণ ৮, ৮৮,২৬,৭৩৬ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৬১.৪০% ভাগের (৩৫ জন) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের। আয় উল্লেখ না করা ৬ জনসহ হিসেব করলে এই হার দাঁড়ায় ৭১.৯২% (৪১ জন)। ৩ জন কাউন্সিলরের (৫.২৬%) ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক কাউন্সিলররা হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (সম্পদের পরিমাণ: ১৮,২৬,৫৭,৬৪৯ টাকা), ৫৭নং ওয়ার্ডের মো. গিয়াস উদ্দিন সরকার (সম্পদের পরিমাণ: ১৮,১০,৫১,৭৬৫ টাকা) এবং ৪৪নং ওয়ার্ডের মো. মাজহারুল ইসলাম (সম্পদের পরিমাণ: ১,৩৮,৫৫,২০৯ টাকা)।
- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১২ জনের (৬৩.১৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদ উল্লেখ না করা ৪ জন-সহ এই হার দাঁড়ায় ৮৪.২১% (১৬ জন)।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৭ জনের (৬১.০১%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৯ জন-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭ জন (৭৪.০২%)। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৪ জন (৫.১৯%)।
- ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৭৪.৭৮% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২৫৮ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৪.০২% (৭৭ জনের মধ্যে ৫৭ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৫ জন (১.৪৪%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪ জন (৫.১৯%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় তেমন হেরফের না হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (৮০%)।
- প্রসঙ্গত, প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান

বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। তাই অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি। উল্লেখ্য, হলফনামার উক্ত ছকটি পরিবর্তনের জন্য 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট বিজয়ী	মোট ঋণগ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	১ ১৪.২৮%
বিজয়ী কাউন্সিলর	২ ৩.৫০%	১ ১.৭৫%	৪ ৭.০১%	১ ১.৭৫%	২ ৩.৫০%	১ ১.৭৫%	৫৭ ১০০%	১১ ১৯.২৯%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫ ১.৯৬%	১১ ৪.৩৩%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	১০ ৩.৯৩%	০ ০%	২৫৪ ১০০%	৪১ ১৬.১৪%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৫.২৬%	০ ০%	১ ৫.২৬%	০ ০%	০ ০%	১৯ ১০০%	২ ১০.৫২%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	৩ ৩.৫৭%	০ ০%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	৪ ৪.৭৬%
মোট বিজয়ী	২ ১.৫৯%	২ ১.৫৯%	৪ ৫.১৯%	২ ১.৫৯%	২ ১.৫৯%	১ ১.২৯%	৭৭ ১০০%	১৩ ১৬.৮৮%
মোট প্রার্থী	৫ ১.৪৪%	১৪ ৪.০৫%	১২ ৩.৪৭%	৪ ১.১৫%	১১ ৩.১৮%	০ ০%	৩৪৫ ১০০%	৪৬ ১৩.৩৩%

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঋণ না থাকলেও জমি বিক্রয়ের নিমিত্তে বায়না বাবদ ৮ কোটি টাকার দায় রয়েছে।
- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ১১ জন (১৯.২৯%)। ঋণগ্রহীতা এই ১১ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র ৩ জনের (৩৩.৩৩%)।
- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ২ জন (১০.৫২%) ঋণগ্রহীতা।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ১৩ জন (১৬.৮৮%)।
- নির্বাচনে মোট ১৩.৩৩% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৪৬ জন) ঋণগ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৬.৮৮% (৭৭ জনের মধ্যে ১৩ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট বিজয়ী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৩ ২২.৮০%	২ ৩.৫০%	৭ ১২.২৮%	৪ ৭.০১%	৫ ৮.৭৭%	১ ১.৯২%	২ ৩.৫০%	৫৭ ১০০%	৩৪ ৫৯.৬৪%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪০ ১৫.৭৪%	৭ ২.৭৫%	৩১ ১২.২০%	৭ ২.৭৫%	১৩ ৫.১১%	১ ০.৩৯%	২ ০.৭৮%	২৫৪ ১০০%	১০১ ৩৯.৭৬%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ১০.৫২%	১ ৫.২৬%	২ ১০.৫২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৯ ১০০%	৫ ২৬.৩১%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৮ ৯.৫২%	১ ১.১৯%	৫ ৫.৯৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	১৪ ১৬.৬৬%
মোট বিজয়ী	১৫ ১৯.৪৮%	৩ ৩.৮৯%	৯ ১১.৬৮%	৪ ৫.১৯%	৫ ৬.৪৯%	১ ১.২৯%	৩ ৩.৮৯%	৭৭ ১০০%	৪০ ৫১.৯৪%
মোট প্রার্থী	৪৯ ১৪.২০%	৮ ২.৩১%	৩৬ ১০.৪৩%	৯ ২.৬০%	১৩ ৩.৭৬%	১ ০.২৮	৩ ০.৮৬%	৩৪৫ ১০০%	১১৯ ৩৪.৪৯%

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ অর্থবছরে ৬৪,০০,৫৪০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নব-নির্বাচিত ৫৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩৪ জন (৫৯.৬৪%) করদাতা। করদাতা ৩৪ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জন (২৩.৫২%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (প্রদত্ত করঃ ১৩,৭২,২৮৯ টাকা), ৪৬নং ওয়ার্ডের মো. নূরুল ইসলাম (প্রদত্ত করঃ ১০,৯১,৮৯৪ টাকা) এবং ১৩নং ওয়ার্ডের খোরশেদ আলম সরকার (প্রদত্ত করঃ ৮,৪৭,৫৮৮ টাকা)।
- নব-নির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৫ জন (২৬.৩১%) করদাতা।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪০ জন (৫১.৯৪%) করদাতা। এই ৩৪ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ১৫ জন (১৯.৪৮%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৯ জন (২২.৫০%)।
- নির্বাচনে ৩৪.৪৯% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১১৯ জন) কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫১.৯৪% (৭৭ জনের মধ্যে ৪০ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বিগত নির্বাচনে (২০১৩) আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং ৩ হাজার ১১৯টি ভোট পেয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে ৪২৫টির মধ্যে ৪১৬টি কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী নৌকা প্রতীক নিয়ে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৪ লাখ ১০ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির প্রার্থী মো. হাসান উদ্দিন সরকার পেয়েছেন ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬১১ ভোট। অর্থাৎ হাসান উদ্দিন সরকারের চেয়ে ২ লাখ ২ হাজার ৩৯৯ ভোট বেশি পেয়ে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মেয়র নির্বাচিত হন।

নির্বাচনে ১১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৩৬ জনের মধ্যে ৬ লাখ ৪৮ হাজার ৭৪৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫৭.০২।

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল					
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্ত ভোটের হিসাব	
				প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা
১.	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	৪,০০,০১০	৩৫.১৫
২.	মো. হাসান উদ্দিন সরকার	বিএনপি	ধানের শীষ	১,৯৭,৬১১	১৭.৩৬
৩.	মো. নাসির উদ্দিন	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা	২৬,৩৮১	২.৩১
৪.	মো. জালাল উদ্দীন	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি	১,৮৬০	০.১৬
৫.	মো. ফজলুর রহমান	ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার	১,৬৫৮	০.১৪
৬.	ফরিদ আহমদ	স্বতন্ত্র	টেবিল ঘড়ি	১,৬১০	০.১৪
৭.	কাজী রুহুল আমিন	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে	৯৭৩	০.০৮৫
মোট ভোটার				১১,৩৭,৭৩৬	
মোট প্রদত্ত ভোট				৬,৪৮,৭৪৮	
বৈধ ভোট				৬৩০,১১০	
বাতিল ভোট				১৮,৬৩৮	
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার				৫৭.০২	

কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল

কাউন্সিলর পদে আওয়ামী লীগের সর্বাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হন। সাধারণ আসনের ৫৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে আওয়ামী লীগের ৪২ জন (বিদ্রোহী প্রার্থী-সহ), বিএনপির ১১ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন ও ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হন। উল্লেখ্য, মেয়র পদে দলভিত্তিক নির্বাচন হলেও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হয় নির্দলীয়। তবে সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো নির্দিষ্ট কেউ একজনকে কাউন্সিলর পদে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে।

সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল		
ওয়ার্ড নং	বিজয়ী প্রার্থী	
	নাম	দল
১.	ওসমান গণি লিটন	আওয়ামী লীগ
২.	মোন্তাজ উদ্দিন আহম্মেদ	আওয়ামী লীগ
৩.	সাইজুদ্দিন মোল্লা	আওয়ামী লীগ
৪.	রফিকুল ইসলাম	বিএনপি
৫.	দবির উদ্দিন সরকার	আওয়ামী লীগ
৬.	মীর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান তুলা	আওয়ামী লীগ
৭.	কাওসার আহম্মেদ	আওয়ামী লীগ
৮.	সেলিম রহমান	আওয়ামী লীগ
৯.	নাসির উদ্দিন মোল্লা	আওয়ামী লীগ
১০.	দেলোয়ার হোসেন দুলাল	জাতীয় পার্টি
১১.	আবুল কালাম আজাদ	আওয়ামী লীগ
১২.	আব্বাস উদ্দীন	আওয়ামী লীগ
১৩.	খোরশেদ আলম সরকার	আওয়ামী লীগ
১৪.	শোয়েব আল আসাদ	বিএনপি
১৫.	ফয়সাল আহামেদ সরকার	বিএনপি
১৬.	মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী	বিএনপি
১৭.	হাজী রফিকুল ইসলাম ঢালী	আওয়ামী লীগ
১৮.	আব্দুল কাদির মন্ডল	আওয়ামী লীগ
১৯.	তানভীর আহমেদ	বিএনপি
২০.	শহীদুল ইসলাম	বিএনপি
২১.	ফারুক আহম্মেদ	আওয়ামী লীগ
২২.	মোশাররফ হোসেন	জাতীয় পার্টি
২৩.	মাওলানা মুনজুর হোসেন	স্বতন্ত্র
২৪.	মো. মোকাদ্দেস হোসেন জাহিদ	আওয়ামী লীগ
২৫.	মজিবুর রহমান	বিএনপি
২৬.	হান্নান মিয়া	বিএনপি
২৭.	জাবেদ আলী জবে	আওয়ামী লীগ

২৮.	হাসান আজমল ভূঁইয়া	বিএনপি
২৯.	শাজাহান মিয়া	আওয়ামী লীগ
৩০.	আনোয়ার হোসেন	বিএনপি
৩১.	মকবুল হেসেন	আওয়ামী লীগ
৩২.	পাঞ্জর আলী	আওয়ামী লীগ
৩৩.	মিজানুর রহমান	আওয়ামী লীগ
৩৪.	জাহাঙ্গীর আলম	আওয়ামী লীগ
৩৫.	আব্দুল্লাহ-আল মামুন মন্ডল	আওয়ামী লীগ
৩৬.	মনির হোসেন	আওয়ামী লীগ
৩৭.	মো. সাইফুল ইসলাম দুলাল	আওয়ামী লীগ
৩৮.	মুনীরুজ্জামান	আওয়ামী লীগ
৩৯.	শাহীনুল আলম মৃধা	আওয়ামী লীগ
৪০.	আজিজুর রহমান শিরিশ	আওয়ামী লীগ
৪১.	মোমেন মিঞা	আওয়ামী লীগ
৪২.	আব্দুস সালাম	আওয়ামী লীগ
৪৩.	আসাদুর রহমান কিরণ	আওয়ামী লীগ
৪৪.	মাজহারুল আলম (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত)	আওয়ামী লীগ
৪৫.	শাহ আলম রিপন	আওয়ামী লীগ
৪৬.	নুরুল ইসলাম নুরু	আওয়ামী লীগ
৪৭.	সাদেক আলী	আওয়ামী লীগ
৪৮.	সফি উদ্দিন	বিএনপি
৪৯.	ফারুক আহমেদ	আওয়ামী লীগ
৫০.	কাজী আবু বকর সিদ্দিক	আওয়ামী লীগ
৫১.	আমজাদ হোসেন	আওয়ামী লীগ (বিদ্রোহী)
৫২.	আব্দুল আলীম মোল্লা	আওয়ামী লীগ
৫৩.	মো. সোলেমান হায়দার	আওয়ামী লীগ
৫৪.	নাসির উদ্দীন মোল্লা	আওয়ামী লীগ
৫৫.	আবুল হাসেম	বিএনপি
৫৬.	আবুল হোসেন	আওয়ামী লীগ
৫৭.	গিয়াস উদ্দিন সরকার	আওয়ামী লীগ

সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলারগণ হচ্ছেন– সংরক্ষিত ১নং ওয়ার্ডে মোসা. নাজনীন আক্তার, ২নং ওয়ার্ডে মাহমুদা আক্তার, ৩নং ওয়ার্ডে মিসেস বিনু বারেক, ৪নং ওয়ার্ডে তাসলিমা নাসরিন, ৫নং ওয়ার্ডে লিপি আক্তার, ৬নং ওয়ার্ডে রোকসানা আহমেদ, ৭নং ওয়ার্ডে আয়েশা খাতুন, ৮নং ওয়ার্ডে আফসানা আক্তার, ৯নং ওয়ার্ডে খন্দকার নূরুন্নাহার, ১০নং ওয়ার্ডে আয়েশা আক্তার, ১১নং ওয়ার্ডে রুহুন নেছা, ১২নং ওয়ার্ডে পুষ্প আক্তার মায়া, ১৩নং ওয়ার্ডে শিরিন আক্তার, ১৪নং ওয়ার্ডে জোছনা বেগম, ১৫নং ওয়ার্ডে ফেরদৌসি জামান ফিরু, ১৬নং ওয়ার্ডে হামিদা বেগম, ১৭নং ওয়ার্ডে নাসরিন আক্তার, ১৮নং ওয়ার্ডে কেয়া শারমিন ও ১৯নং ওয়ার্ডে রাখি সরকার। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলারগণের দলগত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্রঃ ১. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ২৮ জুন ২০১৮; ২. ইত্তেফাক, ২৬ আগস্ট; ৩. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে ৪ লাখ ১০ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত মো. হাসান উদ্দিন সরকারের চেয়ে ২ লাখ ২ হাজার ৩৯৯ ভোট বেশি পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

বিগত নির্বাচনে (২০১৩) আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. আজমত উল্লা খান পেয়েছিলেন ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮৬৭ ভোট। ঐ নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৪৪৪ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

২০১৩ এবং ২০১৮ সালের উভয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকেই দেখা যায় যে, নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, ২০১৩ সালের তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ১ লাখ ৪১ হাজার ১৪৩ ভোট বেশি পেয়েছেন। ২০১৩ সালে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী যে ভোট পেয়েছিলেন তার থেকে ২০১৮ সালে দলটির মনোনীত প্রার্থী ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮৩৩ ভোট কম পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভোট পেয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মো. নাসির উদ্দিন। তিনি পেয়েছেন ২৬,৩৮১টি ভোট, যা মোট ভোটের ২.৩১ শতাংশ।

ফলাফল প্রসঙ্গে বলা যায় যে, খুলনা মডেল (নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মডেল) বাস্তবায়ন করা ছাড়াও গাজীপুর সিটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ব্যাপক নির্বাচনী প্রস্তুতি তাঁর জয়ের পেছনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। কেননা অনেক আগে থেকেই মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের ব্যাপক নির্বাচনী প্রস্তুতি ছিল। ৫৭টি ওয়ার্ডেই জাহাঙ্গীর আলম শিক্ষা ফাউন্ডেশন, ব্যক্তিগত খরচে অনেক এলাকায় ট্রাফিক সহযোগী নিয়োগ, নির্বাচনের সময় সকল ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটকেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন এবং সকল পোলিং এজেন্টদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ছিল তার নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ। এছাড়াও একজন তরুণ প্রার্থী হিসেবে তিনি সমগ্র নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি এলাকায় পোস্টারিং-লিফলেটিং-সহ ব্যাপক প্রচারণা ছিল তাঁর পক্ষে। ফলে মাঠের দৃশ্যমান আওয়াজ ছিল তাঁর পক্ষে। গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের কাজ করতে গিয়ে নির্বাচনের পূর্বে বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮-২৪ জুন ২০১৮) প্রচারণার সময় বেশিরভাগ এলাকায় বিএনপির কর্মী স্বল্পতা এবং পোস্টারিং-লিফলেটিং-সহ প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

এছাড়াও আরও দুটি বিষয়ও গাজীপুরের নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে, যার একটি ছিল টাকার খেলা। হঠাৎ করে আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে রোজার আগে নির্বাচন এক মাসের অধিক সময়ের জন্য নির্বাচন স্থগিত হবার ফলে ইফতার অনুষ্ঠান আয়োজনের নামে প্রার্থীরা বা তাঁদের পক্ষে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়, নির্বাচন কমিশন যার লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এধরনের টাকার খেলা বিত্তবান প্রার্থীদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধার সৃষ্টি করেছিল।

আরেকটি বিষয়ও গাজীপুরের নির্বাচনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল, যা ছিল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। যেহেতু বিগত পাঁচ বছরে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচিত গাজীপুরের মেয়র অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বিভিন্নভাবে মামলা, গ্রেফতার, বরখাস্ত ও জেল-জুলুমের শিকার হয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে গাজীপুরবাসীকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই গাজীপুরের ভোটারদের সামনে অঘোষিত কিন্তু সুস্পষ্ট বার্তা ছিল: উন্নয়ন চাইলে সরকারি দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। আর গাজীপুরের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশনের বেহাল দশা, চারদিকে ময়লা-আবর্জনার ছড়াছড়ি ইত্যাদি গাজীপুরের ভোটারদের, বিশেষত দল নিরপেক্ষ ভোটারদেরকে ক্ষমতাসীনদের প্রার্থীদেরকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বিগত নির্বাচনে (২০১৩) আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং ৩ হাজার ১১৯টি ভোট পেয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে ৪২৫টির মধ্যে ৪১৬টি কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী নৌকা প্রতীক নিয়ে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৪ লাখ ১০ ভোট।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে ভোটাররা শুধুমাত্র দল বা প্রতীক বিবেচনায় নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না, এর পাশাপাশি প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা-সংকটও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে কাজ করে।

নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন

দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মধ্যে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে 'ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডিব্লউজি)'। যদিও ইডিব্লউজিকে অনেকেই কমিশনের আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান বলে ধারণা করেন। তাছাড়া এই গ্রুপে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের নির্বাচনী কাজের অভিজ্ঞতা নেই। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, এই সিটি নির্বাচনে দেশীয় অন্যতম প্রধান দুই পর্যবেক্ষক সংস্থা 'ফেমা' ও 'ব্রতী'-কে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ দেয়া হয় নিছক কারিগরি ত্রুটির অজুহাতে।

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি):

নির্বাচন পর্যবেক্ষক নেটওয়ার্ক 'ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ' সংবাদ সম্মেলন করে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে। ৫৭টি ওয়ার্ডের ৪২৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টি পর্যবেক্ষণ করেন ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষকরা। পর্যবেক্ষকরা ৯৬.৯% কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং ৮১.৪ শতাংশ কেন্দ্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) পোলিং এজেন্টদের দেখতে পেয়েছেন। ভোটগ্রহণ শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষকরা ৪৬.৫% (৬০টি) ভোটকেন্দ্রে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে জোর করে ব্যালট পেপারে সিল মারা, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের ভেতরে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো এবং ভোটকেন্দ্রের ভেতরে অননুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি। মোট ১৫৯টি অনিয়মের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষকরা। ১২৯টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৮৮টিতে গণনা পর্যবেক্ষণ করে ইডব্লিউজি। এর মধ্যে দুটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা ফলাফল শিটে একজন মেয়র প্রার্থীর পক্ষে ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে লেখেন; ঐ সময় গণনা কক্ষে বিএনপি প্রার্থীর কোনো এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন না।

রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনে কোথাও কোন সহিংসতার কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। কোন ধরনের হতাহতেরও খবর পাওয়া যায়নি।'

বিএনপি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচন নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেনি বলে উল্লেখ করে কাদের আরও বলেন, 'নির্বাচনের এ ধরনের পরিবেশই প্রমাণ করে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে (*কালেরকণ্ঠ*, ২৬ জুন ২০১৮)।'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে গাজীপুর সিটি নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ভোট ডাকাতি, জাল ভোট ও গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ এনে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি। সেখানে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়ে দলটি জানায়, 'এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকার আবারো প্রমাণ করল তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। জোর-জবরদস্তি, প্রকাশ্যে ভোট ডাকাতিতে বিশ্বাসী। নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গাজীপুরের নির্বাচনে আরো একটি কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজিত হলো। খুলনায় নতুন কৌশলে ভোট ডাকাতি করে তারই ধারাবাহিকতায় গাজীপুর সিটি নির্বাচনের ফল নিজেদের পক্ষ নিয়েছেন তাঁরা।'

সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এ নির্বাচন নির্বাচনের নামে শুধুমাত্র একটি তামাশা। ভোট ডাকাতির নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে তা প্রয়োগ করেছে। আমরা গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। এ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাচ্ছি (*ইত্তেফাক*, ২৭ জুন ২০১৮)।'

প্রসঙ্গত, নির্বাচন সম্পর্কে এক প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'গাজীপুরের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ভোট গ্রহণ উৎসবমূখর পরিবেশে হয়েছে। ৪২৫টির মধ্যে ৯টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন,

'প্রার্থীদের দ্বন্দ্বের কারণে কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম হতে পারে। একটা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ছাড়াও কাউন্সিলর প্রার্থীরা নির্বাচন করেন। তাদের দ্বন্দ্বের কারণে হয়তো ৯টি কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে।'

'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর মূল্যায়ন

২০০২ সালে 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশের পর নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের 'সুজন'-এর। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে, অর্থাৎ পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও 'সুজন' ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলা। পাশাপাশি পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াই পর্যবেক্ষণ করে থাকে 'সুজন'। তবে, নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত না থাকায় ওই দিনের খবরাখবরের জন্য সাংগঠনিক উৎসের পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে হয় সুজনকে।

সারাদেশের সচেতন মানুষদের মত গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের দিকে নজর রেখেছিল 'সুজন'। সঙ্গত কারণেই গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনের দিকেও দৃষ্টি ছিল 'সুজন'-এর। গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও 'সুজন-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী গাজীপুর সিটি নির্বাচন সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো উঠে আসে তার সারাংশ হচ্ছে: ১. দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মেরে বাক্সে ভরা; ২. ভোটারের কাছ থেকে মেয়র পদের ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল দেয়া; ৩. শুধু কাউন্সিলর প্রার্থীদের ভোট দিতে দেয়া; ৪. ব্যালট ছিনতাই, কয়েকটি কেন্দ্রে দুপুরের আগেই ব্যালট শেষ হয়ে যাওয়া এবং পরে আসা ভোটারদের ভোট দিতে না পারা; ৫. ক্ষমতাসীন দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধানের শীষ প্রতীকের এজেন্টদের ভয়-ভীতি প্রদশন ও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া; ৬. বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভোটের দিনেও বিরোধী দলের নির্বাচন পরিচালনাকারী কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করা; ৭. অনিয়মের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের হামলা; ৮. ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ও দাপট; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধানের শীষের কোনো কোনো এজেন্টকে আটক বা তুলে নিয়ে যাওয়া; ৪০টি কেন্দ্রে অস্বাভাবিক কম (১৪-৪০%) ও ৬১টি কেন্দ্রে অস্বাভাবিক বেশি (৭৩-৯৪%) ভোট পড়া; এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে একজন মেয়র প্রার্থী কর্তৃক খাবার সরবরাহ করা ইত্যাদি। এছাড়াও পুলিশ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে।

উপরিউক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, গাজীপুরেও খুলনা মডেলে নির্বাচন হয়েছে, যা ছিল 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন'। গাজীপুরে অবস্থিত 'সুজন'-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের মতামত ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 'সুজন' একই উপসংহারে আসে। খুলনা মডেলের বৈশিষ্ট্য হলো:

- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় প্রধান প্রতিপক্ষকে মাঠছাড়া করা:** খুলনার মত গাজীপুরেও একই ঘটনা ঘটেছে। যেমন, নির্বাচন স্থগিত করার দিন (৬ মে, ২০১৮) একটি লেগুনা ভাঙচুর করার অভিযোগে পুলিশ বিএনপির প্রার্থী হাসান সরকারের বাড়ির আশপাশে অভিযান চালিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান-সহ ১৩ জনকে আটক করে। ছয় ঘণ্টা পর নোমানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ১২ জন-সহ ১০৩ জনের নাম উল্লেখ করে পরদিন ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে টঙ্গী থানায় মামলা করে পুলিশ, যাদের মধ্যে ৪৮ জন বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য। যদিও পরে টঙ্গী থানায় উক্ত লেগুনাটিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় (*প্রথম আলো*, ০৯ মে ২০১৮)। এছাড়া ২০ জুন দিবাগত রাত থেকে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নয়জনকে পুলিশ আটক করার অভিযোগ আনে দলটি (*প্রথম আলো*, ২২ জুন ২০১৮)। ফলে একটি ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনের আগেই বিএনপির নেতা-কর্মীরা এলাকা ছাড়া হয়। মাঠ ফাঁকা হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রকটভাবে দেখা দেয়। গ্রেফতার ও হয়রানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার না করার হাইকোর্টের আদেশ এবং ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে গ্রেফতার না করার নির্বাচন কমিশনের ২৪ জুনের নির্দেশনা জারি সত্ত্বেও অনেককে গ্রেফতারের অভিযোগ ওঠে, এমনকি নির্বাচনের দিনেও।

- **বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা:** গাজীপুরেও বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়েছে। তাদের অনেককে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কাউকে কাউকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটকে রেখে ভোটের পরে মুক্তি দিয়েছে। আবার কয়েকজনকে কেরাণীগঞ্জের

কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টের অনপুস্থিতে কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। যেমনটি ঘটেছে, ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, গাজীপুরের অন্তত দুটি কেন্দ্রে এমনটি ঘটেছে। পোলিং এজেন্টের অনপুস্থিতে ব্যালট বক্স স্টাফিংও সম্ভব।

- **নির্বাচনের দিনে জোর-জবরদস্তি করা:** গণমাধ্যম ও আমাদের (সুজন) স্বেচ্ছাব্রতীদের পর্যবেক্ষণে অনুযায়ী, খুলনার নির্বাচনের গাজীপুরেও ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে জোর-জবরদস্তি করা হয়েছে। সাময়িকভাবে কেন্দ্র দখল করে জালভোট প্রদান, ভোটকেন্দ্রে এবং এর আশেপাশে ভীতিকর ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং ভোট প্রদানে বাধা দান ইত্যাদি নানা অনিয়ম ঘটেছে। এরফলে অনেকগুলো কেন্দ্রে অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের মতে, গাজীপুরে ভোট প্রদানের হার ৫৭.২ শতাংশ হলেও ৬১টি কেন্দ্রে ৭৩ থেকে ৯৪% পর্যন্ত ভোট পড়েছে। এছাড়াও ৪০টি ভোটকেন্দ্রে অস্বাভাবিকভাবে নিম্ন হারে অর্থাৎ ১৪ থেকে ৪০% ভোট পড়েছে। জবরদস্তি করে সিলমারার কারচুপির নির্বাচনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভোট প্রদানের হার বাড়ার সাথে সাথে বিজয়ীর ভোট প্রাপ্তির পরিমাণ আরও বেশি হারে বাড়বে এবং তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিমাণ আরও বেশি হারে কমবে। একইভাবে ভোট প্রদানের হার বাড়ার সাথে সাথে বাতিল ভোটের হারও পরিবর্তিত হবে। আমাদের প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, খুলনার মত গাজীপুরেও তা ঘটেছে।

- **নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার ভূমিকা:** খুলনার মত গাজীপুরের নির্বাচনেও বহু অনিয়ম ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানি ও বাড়াবাড়ির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, যা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন ছিল বহুলাংশে নির্বিকার। যেমন, গাজীপুরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতারের অভিযোগ করা হলেও, নির্বাচনের একদিন আগে কমিশন এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে, যা রোগী মরে যাবার পর ডাক্তার হাজির হবার মত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। গাজীপুরের এসপির বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উত্থাপন করা সত্ত্বেও বর্তমান কমিশন এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি, যদিও বিগত রকিবউদ্দিন কমিশন আগের একটি নির্বাচনে তাঁকে বদলি করার ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়াও কমিশনের কাছে অভিযোগ করার দাবি করা সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্ছিত, কারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা ফুটবল খেলার রেফারির মত, যার দায়িত্ব হলো কেউ যেন খেলায় অসদাচারণে লিপ্ত না হয় তা নিশ্চিত করা। খুলনার নির্বাচনের পর অসদাচারণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের পক্ষ থেকে কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমরা শুনিনি; যদিও *সিটি করপোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০*-এর ধারা ৮১ অনুযায়ী, 'প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।'

নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমসমূহের উদ্দেশ্য ছিল একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

গোলটেবিল বৈঠক:

২৩ এপ্রিল ২০১৮, সকাল ১০.০০টায়, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন'-এর উদ্যোগে 'আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন: নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গোলটেবিল বৈঠক থেকে 'সুজন' নেতৃবৃন্দ খুলনা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশে আয়োজনের দাবি জানান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 'সুজন' কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'সুজন'-এর নির্বাহী সদস্য ও বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'সুজন' কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলন:

গাজীপুর সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে মোট তিনটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে গাজীপুর প্রেসক্লাবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রার্থী ও সমর্থক, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ভোটারদের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভোটার ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার। ভোটারদের প্রতি আহ্বান ছিল প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার।

৩ মে ২০১৮ তারিখে, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, মামলা, বার্ষিক আয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, ঋণ, দায়-দেনা ও আয়কর বিররণী ইত্যাদি তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। এছাড়া নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনে কতিপয় করণীয় তুলে ধরা হয়।

সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ০৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে সাগর-রুনী মিলনায়তন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ঢাকায়। 'গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম' শীর্ষক উক্ত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের হলফনামায় প্রদত্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, মামলা, বার্ষিক আয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, ঋণ, দায়-দেনা ও আয়কর বিররণী ইত্যাদি তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। এছাড়া নির্বাচনের একটি সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরা হয় সংবাদ সম্মেলনে।

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:

৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জয়দেবপুর কনভেনশন সেন্টারে প্রতিদ্বন্দ্বী সাতজন মেয়র প্রার্থীকে এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করা হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে প্রথম দফায় (স্থগিতাদেশের পূর্বে) ২৭ এপ্রিল থেকে ৬ মে ২০১৮ পর্যন্ত ১১টি এবং দ্বিতীয় দফায় (স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের পর প্রচারণা শুরু হলে) ১৯ জুন থেকে ২৩ জুন ২০১৮ পর্যন্ত আরও ১১টি ওয়ার্ডে অর্থাৎ মোট ২২টি ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্ডসমূহ ছিল: ১,২,৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৩ এবং সংরক্ষিত ১৭। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন; তেমনি ভোটারাও তাঁদের প্রত্যাশা তুলে ধরা-সহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ভোটাররা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণঃ

মেয়র প্রার্থীগণ-সহ ২২টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান-সহ প্রকাশ এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়।

ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশনঃ

মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র অতীতের মত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে 'সুজন' পরিচালিত ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) সন্নিবেশিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ

সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ভোটার সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। 'সুজন'-এর একটি সাংস্কৃতিক দল প্রথম দফায় গত ৪ থেকে ৬ মে ২০১৮ এবং দ্বিতীয় দফায় ১৮ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত মোট দশ দিন পিক-আপে করে পুরো সিটি করপোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালায়।

মানববন্ধনঃ

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে ২৪ জুন ২০১৮, সকাল ১০টা-১১টা পর্যন্ত গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানের পাশাপাশি কোনো প্রার্থী বা তাদের সমর্থকরা যদি অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের জন্য মাঠে নামেন, তবে ভোটাররা যেন একতাবদ্ধ হয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে, সে আহ্বান জানানো হয় ভোটারদের প্রতি। একইভাবে শুধু ভোট প্রদান নয়, ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (সোশাল মিডিয়া) ব্যবহারঃ

'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজে সাতজন মেয়র প্রার্থীর বিভিন্ন ধরনের তথ্য, গাজীপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি পোস্ট আপলোড করা হয়। গত ১৩ মে ২০১৮ থেকে ২৬ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩ লাখ ৭২ হাজার ১৬৩ জন (ভিউয়ার্স) 'সুজন'-এর এই প্রচারণায় বিভিন্নভাবে যুক্ত হন।

উপরোল্লেখিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হয়।

শেষকথা

একাদশ সংসদ নির্বাচন আসন্ন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, চলতি বছরের (২০১৮) ডিসেম্বরে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। 'সুজন'-এর মত সকল নাগরিকের প্রত্যাশা ছিল যে, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন ও সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন আয়োজনে সফল হবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং গাজীপুরের সিটি করপোরেশন নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেকগুলো গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।

গাজীপুর সিটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'সুজন' মনে করে, ভবিষ্যতের সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার:

৪. গাজীপুর সিটি নির্বাচনে যে সকল অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তা আমলে নেওয়া, এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা; প্রতিটি ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য এখন থেকেই পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. আইনানুযায়ী হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে বা তথ্য গোপন করলে মনোনয়নপত্র বাতিল হবার এবং পরবর্তীতে নির্বাচন বাতিল হবার কথা। তাই আমাদের নির্বাচনী তথা রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের/রিটার্নিং কর্মকর্তার পক্ষ থেকে প্রার্থীদের, বিশেষত মেয়র পদপ্রার্থীদের হলফনামাগুলো প্রয়োজনে এনবিআর ও দুদকের সহায়তা নিয়ে চুলচেরাভাবে যাচাই-বাচাই করা;

৬. বর্তমানে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের হলফনামা চ্যালেঞ্জ করার বিধান রয়েছে। এই বিধান স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রেও এবং সকল ভোটারের জন্যও প্রযোজ্য করা;

৭. আমাদের সকল নির্বাচনী আইনের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা হলো প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করবেন, যা বাস্তবে ঘটে না। তাই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর (যেমন, সিটি করপোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর ৮৪, ৮৯ ধারা) স্পষ্টকরণ আবশ্যক, যাতে বিরাজমান 'দ্বৈত শাসনে'র অবসান ঘটে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। এলক্ষ্যে 'সকল প্রার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণে'র অভিপ্রায়ে নির্বাচন কমিশনের 'গাজীপুর সিটি করপোরেশন কোনো বাসিন্দা বা ভোটারকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার না করার' নির্দেশনা সম্বলিত নির্বাচন কমিশনের ২৪ জুন ২০১৮-এর প্রজ্ঞাপনের মত একই নির্দেশনা অন্যান্য সিটি করপোরেশন নির্বাচনের জন্যও জারি করা আবশ্যক। এই নির্দেশনায় আরও স্পষ্টকরণ আবশ্যক যে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে সিটি করপোরেশন কোনো বাসিন্দা বা ভোটারকে গ্রেফতার করা যাবে না। আর ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করার লক্ষ্যে সরকারি পদ-মর্যাদার অপব্যবহার করা হলে কমিশনকে বিধির ৮১ ধারার অধীনে শাস্তি কার্যকরও করতে হবে;

৮. ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত করা এবং ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ভোটকেন্দ্রে আগের রাতের পরিবর্তে ভোটের দিন সকালে বিতরণ করা। গ্রীষ্মকালীন সময়ে এবং মহানগরের নির্বাচনে এটি করা অতি সহজেই সম্ভব;

৯. ভোট গ্রহণের শুরুতে ব্যালট বাক্স সবাইকে প্রদর্শনের সময়ে বাক্স খালি বলে সকল প্রার্থীর এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত – যদি না কোনো প্রার্থী তার এ অধিকার প্রয়োগ করতে না চায় – একটি প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা;

১০. প্রতি ঘণ্টায় মোট ভোট প্রদানের সংখ্যা সকল প্রার্থীর এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা; এবং

১১. ভোট গণনা শেষে ভোটের হিসাব সকল প্রার্থীর এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধি-বিধানে এসব এবং প্রয়োজনে আরও পরিবর্তন আনতে পারে। আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম মামলার রায়ে [৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সংবিধানের 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে'র বিধানের অধীনে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে আইনি বিধি-বিধানের সঙ্গে সংযোজনও করতে পারবে। এছাড়াও আমাদের নির্বাচন কমিশনকে বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একমাত্র প্রয়োজন কমিশনের সদিচ্ছা।

'সুজন' আশা করে, গাজীপুরের নির্বাচনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতিগতভাবে আমরা নতুন সংকটের মুখোমুখি হতে পারি; যা আমাদের একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করতে পারে। 'সুজন' প্রত্যাশা করে, নির্বাচন কমিশন, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবে এবং আগামী নির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করবে।

আলোকচিত্রে গাজীপুর সিটি করপোরেশন-২০১৮ উপলক্ষে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রম

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন: নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক (২৩ এপ্রিল ২০১৮, ঢাকা)

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন (১৬ এপ্রিল ২০১৮, গাজীপুর)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (০৩ মে ২০১৮, ঢাকা)

নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন ও সুজন-এর দৃষ্টিতে নির্বাচন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (২২ মে ২০১৮, ঢাকা)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (৩০ এপ্রিল ২০১৮, গাজীপুর)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের একাংশ (৩০ এপ্রিল ২০১৮, গাজীপুর)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ গ্রহণ (২৩ জুন ২০১৮, ০৭নং ওয়ার্ড, গাজীপুর)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (০৩ মে ২০১৮, ০৩নং ওয়ার্ড, গাজীপুর)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ গ্রহণ (২৩ জুন ২০১৮, ৫১নং ওয়ার্ড, গাজীপুর)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (০৩ মে ২০১৮, ৫১নং ওয়ার্ড, গাজীপুর)

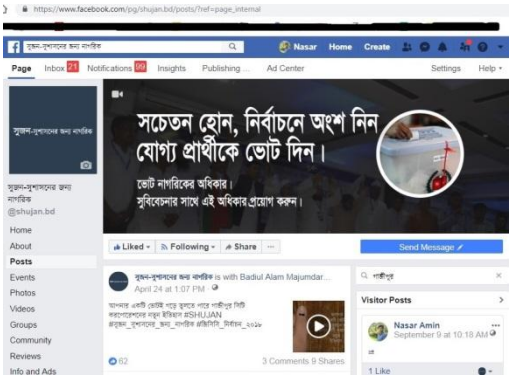

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) প্রচারণা

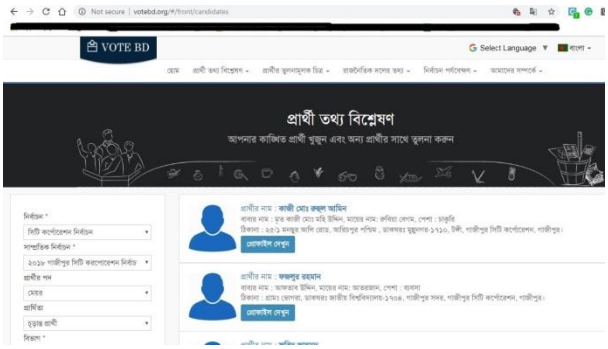

সুজন পরিচালিত ভোট বিডি ওয়েবসাইটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য সন্নিবেশন

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. নেসার আমিন, বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল (১৯২০-২০১৬), প্রান্ত প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৪. www.votebd.org
৫. www.gazipur.gov.bd
৬. www.gazipurcity.com
৭. সমকাল, ২৭ জুন ২০১৮
৮. প্রথম আলো, ২৭ জুন ২০১৮
৯. প্রথম আলো, ২৮ জুন ২০১৮
১০. প্রথম আলো, ০৯ মে ২০১৮
১১. বিবিসি বাংলা, ২৭ জুন ২০১৮
১২. প্রথম আলো, ৮ জানুয়ারি ২০১৩
১৩. কালেরকণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১৫
১৪. কালেরকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০১৮
১৫. ইত্তেফাক, ৮ জানুয়ারি ২০১৩
১৬. ইত্তেফাক, ২৬ আগস্ট ২০১৮
১৭. ইত্তেফাক, ২৭ জুন ২০১৮
১৮. যুগান্তর, ৬ জুলাই, ২০১৩
১৯. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ২৫ জুন ২০১৮
২০. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ২৮ জুন ২০১৮
২১. যুগান্তর, ২৫ জুন ২০১৮
২২. সমকাল, ২৭ জুন ২০১৮
২৩. বিবিসি বাংলা, ২৭ জুন ২০১৮

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

মেয়র প্রার্থীর অঙ্গীকার

মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি-

১. **আমি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাজ করবো। নির্বাচনে টাকার প্রভাব খাটানো ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবো। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কিনবো না। নির্বাচনী আচরণবিধি-সহ সকল প্রকার বিধি-বিধান মেনে চলবো।**

২. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরকে নিয়ে আমি যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করবো।**

৩. **নির্বাচনে পরাজিত হলে গণরায় মাথা পেতে নেব এবং বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবো।**

৪. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের সম্পদ বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবো।** উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিধি ও বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য শুধুমাত্র সরকারি বরাদ্দ ও অনুদানের ওপর নির্ভর না করে সিটি করপোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবো এবং কর আদায়ের উপর জোর দেব।

৫. **নির্বাচিত হলে আমি খাদ্য, বস্ত্র ,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করতে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সামাজিক পুঁজি গঠন তথা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো।** পাশাপাশি সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আমাদের সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধিতার সংস্কৃতির পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধানসহ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হবো।

৬. **নির্বাচিত হলে আমি স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করবো।** সিটি করপোরেশনকে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। পাশাপাশি বছরভিত্তিকভাবে জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় জনগণের সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ অগ্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। ৬ মাস পর পর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে নতুন কর্মপদ্ধতি হাতে নেব। স্থানীয় ও জাতীয় কার্যক্রম এবং সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট থাকবো।

৭. **নির্বাচিত হলে আমি জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের বাজেট প্রণয়ন করবো এবং উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করে বাজেট ঘোষণা করবো।** প্রতি অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত বাজেট ঘোষণা করবো।

৮. **নির্বাচিত হলে আমি সকল কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবো।** দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করবো। জনগণের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করবো। বছরে কমপক্ষে একবার কাজের জবাবদিহিতার জন্য জনগণের মুখোমুখি হবো।

৯. **নির্বাচিত হলে আমি নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিটি করপোরেশনের সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করবো।** ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, খুন, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ-সহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

১০. **নির্বাচিত হলে আমি মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবো এবং তাদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো।**

১১. **নির্বাচিত হলে আমি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আত্মনির্ভরশীলতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবো এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো।** সরকারি-বেসরকারি সুযোগ কাজে লাগাতে তাদের সহযোগিতা করবো।

১২. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ মহানগরের সৌন্দর্য বর্ধনে সচেষ্ট থাকবো।** দখলকৃত ভূমিসহ সকল ধরনের জলাশয় দখলমুক্ত করবো। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং যে কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

১৩. **নির্বাচিত হলে আমি প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করবো।**

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমার এ অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতাই হবে আমার অনুপ্রেরণা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

নাম: **স্বাক্ষর:** **তারিখ:**

ঠিকানা:

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক
২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৮১২৭৯৭৫, ওয়েবসাইট: **www.shujan.org**

গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান

ভোটারদের শপথ

আমি এই মর্মে শপথ করছি যে,
ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে
সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত
প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব।

অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে
অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে
ভোটাধিকার প্রয়োগ করব না।

দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী,
নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী,
ঋণ খেলাপী, বিল খেলাপী,
ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালো টাকার মালিক
অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে
ভোট দেব না, দেব না, দেব না।

ভোট আপনার নাগরিক অধিকার
সুবিবেচনার সাথে এই অধিকার প্রয়োগ করুন

আসুন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করে
দুর্নীতি-শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক